দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 6 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। শিক্ষাই সত্যিকার মানুষ করে গড়ে তোলে। আর সত্যিকার মানুষ হওয়ার জন্য চাই পরিকল্পিত শিক্ষা। একমাত্র পরিকল্পিত শিক্ষাই ফুলের মত বিকশিত জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে বিবর্জিত হয়নি, কিংবা কোন একটা বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনানুসারেও এ শিক্ষা ব্যবথা প্রবর্তিত হয়নি। উনবিংশ শতকে এ ব্যবস্থা প্রর্বতন করা হয়েছে। ইংরেজরাই ছিল প্রধান প্রর্বতক। তারা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। কিন্তু শিক্ষার যে মহান আদর্শ সে আদর্শ তারা অনুসরণ করেনি। কিছুসংখ্যক অনুগত আমলা সৃষ্টিই ছিল তাদের প্রবর্তিত শিক্ষার মৌল লক্ষ্য। অথচ, মানব জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা ও শক্তির বিকাশই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। এ সম্পর্কে ফ্রেডারিক হার্বার্ট বলেছেন— "শিক্ষার শেষ লক্ষ্য মানুষের বহুমুখী প্রতিভা ও অনুরাগের সুষম প্রকাশ এবং নৈতিক চরিত্র গঠন।" আবার সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।" আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এ মহান লক্ষ্যাদর্শ থেকে অনেক পেছনে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে শিক্ষা দেয়া হয় তাতে কেরাণী ছাড়া আর তেমন কিছুই হওয়া যায় না। কেরাণীদের তবু একটা ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু আজকের ছাত্র সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যা কিছু পড়ানো হয় তা বাস্তব-বর্জিত পুথিকাহিনী মাত্র। পরীক্ষাগুলো ভীতিপ্রদ ব্যাপার, ছাত্রদের জন্য যা জীবন-মরণ সমস্যা। বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাতরীর উপর বই-পত্রের যে বোঝা চাপানো হয় সেটি তারা পশু হলে "পশু ক্লেশ নিবারণী" আইনের আওতায় আসত, ছাত্র ক্লেশ নিবারণী কোন আইন না থাকায় কর্তৃপক্ষ যা খুশি তাই করে যাচ্ছেন। আর করে যাচ্ছেন অনেকটা খাম খেয়ালীভাবেই।

আদর্শহীন ত্রুটিপূর্ন অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র অসন্তোস বিরাজ করছে। দিন দিন কমে যাচ্ছে বাধ্য বাধকতা, নৈতিকতা, এভাবে চলতে দিলে হয়তো কিছুদিন পর দেখা যাবে যে, ছাত্ররাই শিক্ষকদের শিক্ষক হয়ে বসেছেন। এটা আমাদের ভবিষ্যৎ সর্ম্পকে সতর্ক সংকেত। ইদানীং দেশের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা ও অশান্তির কালো ছায়া নেমে এসেছে। এতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে আজ রণাঙ্গনে পরিণত হয়ে গেছে। স্বভাবতই এ কারণে অভিভাবগণ সকলেই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। সাধারণ ছাত্ররা আতংকগ্রস্থ। সকলের মুখে একই জিজ্ঞাসা—"এই অবস্থা চলতে থাকলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?" আমরা শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও স্বসিথর পরিবেশ দেখত চাই।

—মাহ্মুদুল হাসান (মহাববত)
বি, এ, অনার্স, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।